দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন
কেন্দ্র

তারিখ 15 FEB 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 5

10

নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ ভিত্তিহীন

—শিক্ষক সমিতি

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি বলেছে, ডাকসু নির্বাচনে অনিয়ম বা পক্ষপাতিত্বের যে অভিযোগ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এনেছে তা ভিত্তিহীন। এই অভিযোগ শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি নষ্ট করার একটি চক্রান্ত ছাড়া কিছুই নয়।

বিভিন্ন জনসভায় বক্তৃতাকালে নির্বাচনে কারচুপির জন্য শিক্ষকদের অভিযুক্ত করায় বেগম খালেদা জিয়ার তীব্র সমালোচনা করে শিক্ষক সমিতি এই অভিযোগ প্রত্যাহার এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে শিক্ষকদের কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য বেগম জিয়ার প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ডাকসু ও

(শেষ পৃ: ৩-এর ক: দ্র:)

শিক্ষক সমিতি

(১ম পাতার পর)

হল সংসদ নির্বাচনে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল মঙ্গলবার আহূত এক সংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ এসব কথা বলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে অনুষ্ঠিত এই সংবাদিক সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক মশিহুজ্জামান। লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সাধারণ সম্পাদক ডঃ এম, এ মান্নান।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, নির্বাচনের তারিখ থেকে শুরু করে ফলাফল ঘোষণা পর্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজমান ছিল; কিন্তু ফলাফল ঘোষণার পর থেকে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের অবতারণা হয়। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নির্বাচন পরিচালনা ও ফলাফল তৈরীর ব্যাপারে শিক্ষকদের প্রতি অবমাননাকর, অচিন্তনীয়, দুরভিসন্ধিমূলক, ভিত্তিহীন কাল্পনিক অভিযোগ এনে সংবাদপত্রে বিবৃতি ও হুমকি দিতে থাকে। ইতিমধ্যে কয়েকটি সন্ত্রাসমূলক ও বিবেকবর্জিত ঘৃণ্য ঘটনা দেশবাসীর কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাথা হেট করে দিয়েছে।

শিক্ষকদের বক্তব্যে আরো বলা হয়, ভোট গ্রহণ থেকে শুরু করে গণনা শেষ হওয়া পর্যন্ত কেউই কোন অভিযোগ করেনি, অথচ ফলাফল প্রকাশের পর ছাত্রদল কল্পনাপ্রসূত অভিযোগ এনে শিক্ষকদের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়, ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসও শুরু হয়। নির্বাচনের পরের দিন ছাত্রীদের বিজয় মিছিলে দুর্বৃত্তদের বর্বরোচিত হামলা একাত্তরে পাক হানাদার বাহিনীর মত যে কলংকজনক অধ্যায় সৃষ্টি করেছে তাতে নির্বাচনের ফলাফলপূর্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্ববোধ ভূলুন্ঠিত হয়। শিক্ষকবৃন্দ এ দিন সন্ত্রাস প্রতিরোধে পুলিশের রহস্যজনক নীরবতারও নিন্দা করেন।

নির্বাচনে কারচুপি সম্পর্কে বেগম খালেদা জিয়ার অভিযোগ সম্পর্কে শিক্ষকবৃন্দ বলেন, একজন সম্মানিত রাজনৈতিক নেত্রীর পক্ষে এহেন অশোভন ও শিক্ষকদের প্রতি মানহানিকর উক্তি কল্পনাও করা যায় না। তিনি কল্পনার রাজ্য থেকে আজগুবি খবর আহরণ করে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ এনে শিক্ষক সমাজ তথা বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতির কাছে হেয় করার অনভিপ্রেত প্রয়াসে লিপ্ত হয়েছেন। তার এসব 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' উক্তি সন্ত্রাসের ইন্ধন যোগাচ্ছে এ কথা উল্লেখ করে শিক্ষক সমিতির কার্যকরী পরিষদ ও সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগ প্রত্যাহার ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে ক্ষমা চাওয়ার জন্য তার প্রতি আহ্বান জানানো হয়। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে আত্মঘাতী হানাহানি থেকে ছাত্রদের বিরত থাকা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অযাচিত হস্তক্ষেপ থেকে নিবৃত্ত থাকার জন্য রাজনীতিকদের প্রতি আহ্বান জানান।

পরে এক প্রশ্নের জবাবে বলা হয়, নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়েছেন।

মৌন মিছিল

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস, ছাত্রীদের ওপর হামলা এবং শিক্ষকদের বিরুদ্ধে 'ভিত্তিহীন' অভিযোগের প্রতিবাদে শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে গতকাল সকালে শিক্ষকবৃন্দ ক্যাম্পাসে এক মৌন মিছিল বের করেন।